উপস্থিতঃ

জনাব বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম

এবং

জনাব বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

রিট পিটিশন নং: ১৫৩৯/২০২১

বেলায়েত হোসেন

.....পিটিশনার

-বনাম-

দুর্নীতি দমন কমিশনসহ (দুদক) এবং অন্যান্য ।

..... রেসপনডেন্টস

জনাব রাকিবুল হাসান, অ্যাডভোকেট

.....পিটিশনার এর পক্ষে

জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, অ্যাডভোকেট

.....রেসপনডেন্ট নং -৫ এর পক্ষে

জনাব শাহীন আহমেদ, অ্যাডভোকেট

..... রেসপনডেন্ট নং-১ (দুর্নীতি দমন কমিশন) এর পক্ষে

শুনানীঃ ২০.০৬.২০২১ এবং

রায়: ২৭.০৬.২০২১

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিমঃ

রেসপনডেন্ট নং ৩ কর্তৃক ইস্যুকৃত তর্কিত মেমো নং ৫, তারিখ ০৬.০১.২০২১ (সংযুক্তি-ডি দ্বারা প্রদর্শিত), যার দ্বারা ব্যাংক ম্যানেজার, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক-কে (এসআইবিএল) পিটিশনারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টসমূহ অবরুদ্ধকরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল, সেটিকে কেন আইনসম্মত কর্তৃত্ব ব্যাতিরেকে জারিকৃত এবং কোনোরূপ আইনী প্রভাবহীন ঘোষণা করা হবে না, এ মর্মে রেসপনডেন্টসগণকে কারণ দর্শানোর জন্য এবং/অথবা আদালত কর্তৃক উপযুক্ত ও যথাযথ মনে হয় এরূপ অন্যান্য বা পরবর্তী আদেশ বা আদেশসমূহ প্রদানের জন্য বর্তমান রুলটি জারি করা হয়েছিল ।

রুলটি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সংক্ষিপ্ত রূপে নিম্নে প্রদান করা হলো:

পিটিশনার " স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭"-এর অধীনে দায়েরকৃত ২০১৮-১৯ সালের এল.এ. মামলা নং ০৪ এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ৯.৪১ দশমিক ভূমির মালিক ছিলেন, এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তিনি দুটি চেকের মাধ্যমে ১,০৮,৫০,৫১৪.০৮ টাকা (এক কেটি আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত চৌদ্দ টাকা এবং আট পয়সা) ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হন। অতঃপর পিটিশনার উক্ত অর্থের উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করে জমি ক্রয় করেন এবং সোশ্যাল ইলসালী ব্যাংক লিমিটেড, কক্সবাজার শাখায় যথাক্রমে অ্যাকাউন্ট নং ০৩৯৫৩১০০১৭৮১ এবং ০৩৯৫৩১০০১৬৪৬১ এর মাধ্যমে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার একটি ফিক্সড ডিপোজিট করেন। ঘটনাক্রমে পিটিশনার জানতে পারেন যে তার উপরোক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলোতে কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে; এবং এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে তিনি সোশ্যাল ইসালামী ব্যাংক লিমিটেডের কক্সবাজার শাখা অফিসে যান। ব্যাংক ম্যানেজার, রেসপনডেন্ট নং ০৪, এ বিষয়ে তাঁকে কোনো তথ্য প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর দরকাস্তকারী ১৩.০১.২০২১ তারিখে ব্যাংক হতে তার ফিক্সড ডিপোজিটটি প্রত্যাহার করে নেয়া এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দেয়ার জন্য একটি লিখিত অনুরোধপত্র ব্যাংকের নিকট জমা দেন। জবাবে ব্যাংক কর্মকর্তাগণ নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন:

দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-০২ এর উপসহকারী পরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ শরীফ উদ্দিন স্বাক্ষরিত পত্র স্মারক নং-০৫, তারিখ ০৬/০১/২০২১ ইং এর মাধ্যমে উক্ত হিসাব" "No Debit" "করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।"

বিষয়টি অবগত হয়ে পিটিশনার এরূপ করার কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন এবং ১৭.০১.২০২১ তারিখে তিনি রেসপনডেন্ট নং ৪ এর কাছে উক্ত লিখিত চিঠিটির একটি অনুলিপিও দাবি করেছিলেন, কিন্তু কোনো প্রতিকার পাননি। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯.০১.২০২১ তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক জারিকৃত তর্কিত পত্রটি প্রকাশের জন্য ব্যাংক ম্যানেজারের নিকট একটি লিখিত অভিযোগপত্র পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তীতে, পিটিশনার স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুদকের চেয়ারম্যানের নিকট একটি লিখিত অভিযোগপত্র দায়ের করে রেসপনডেন্ট নং ৩ কর্তৃক তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো অবরুদ্ধকরণের বিষয়টি জানিয়েছিলেন। তিনি ২৬.০১.২০২১ তারিখে উপ-পরিচালক, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-২ এর নিকট তর্কিত চিঠিটির একটি অনুলিপি চেয়ে একটি লিখিত অনুরোধপত্রও প্রদান করেন। তবে, কোনো জায়গা হতে তিনি কোনোরূপ সাড়া পাননি। কোনো সময়েই তাকে এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি।

উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষাপটে পিটিশনার এই রিট পিটিশনটি দায়ের করতে বাধ্য হন।

রুল জারির সময় রেসপনডেন্ট নং-৩ কে তিনি কোন কর্তৃত্ববলে রেসপনডেন্ট নং ৪, ব্যাংক ম্যানেজারকে, তর্কিত চিঠিটির মাধ্যমে দরখাস্তকারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো " No Debit " করার অনুরোধ করেছিলেন, সে বিষয়ে একটি লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তদনুসারে, রেসপনডেন্ট নং ৩ আদালতে উপস্থিত হন এবং একটি লিখিত হলফনামা দিয়ে বলেন যে, একটি মামলার তদন্ত চলাকালীন তিনি জানতে পারেন যে দরখাস্তকারী উক্ত অর্থ অবৈধভাবে অর্জন করেছেন এবং এ কারণে তিনি ব্যাংককে " No Debit " করার জন্য অনুরোধ জানান, যাতে পিটিশনার উক্ত অর্থ স্থানান্তর করতে না পারে। তবে, দুদকের পক্ষে তার এরূপ একটি চিঠি ইস্যু করার ক্ষমতা সম্পর্কে আদালতের সামনে কোনোরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করতে রেসপনডেন্ট ব্যর্থ হয়েছেন।

রেসপনডেন্ট নং ১, দুদক, একটি জবাবী হলফনামা (এফিডেভিট-ইন-অপজিশন) দায়ের করেন, কিন্তু জবাবী হলফনামা (এফিডেভিট-ইন-অপজিশন)-এ এটা উল্লেখ করা হয় নি যে রেসপনডেন্ট নং ১ কর্তৃক রেসপনডেন্ট নং ৩ কে তর্কিত পদক্ষেপটি গ্রহণের কোনো নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল কী না ।

সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণ করা হয়েছে এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর প্রাসঙ্গিক বিধানসহ তর্কিত আদেশ এবং রিট পিটিশনের সংযুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিধিমালা, ২০০৭-এ "অপরাধলব্ধ সম্পত্তি" ক্রোক এবং অবরুদ্ধকরণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে ।

উপরোক্ত বিধিমালার ১৮ নং রুলে বলা হয়েছে যে:

> "১৮ । অপরাধলব্ধ সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকাদেশ । (১) কমিশন কর্তৃক গ্রহীত কোন কার্যক্রমের যে কোন পর্যায়ে যদি কমিশনের নিকট যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি আইনের তফসিলভূক্ত কোন অপারাধ সংঘটন করিয়াছেন, তাহা হইলে কমিশন উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উক্ত ব্যক্তির অপরাধলব্ধ বা, ক্ষেত্রমত, জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তি যাহা থাকুক না কেন, অবরুদ্ধকরণ (freezing) বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোকের (attachment) আদেশ চাহিয়া এখতিয়ারসম্পন্ন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে বা, ক্ষেত্রমত, বিচারিক স্পেশাল জজ আদালতে আবেদন করার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত বা সনাক্তকরণ যোগ্য না হওয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণে উপরে বর্ণিত সম্পত্তি অবরুদ্ধ (freezing) বা ক্রোক (attachment) করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উপরে বর্ণিত ব্যক্তির, যতদূর সম্ভব, সমমূল্যের অন্য সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ (freezing) বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোকের (attachment) জন্য উপরে বর্ণিত আবেদন করার ক্ষমতা প্রদান করা যাইবে ।"

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট আদালতে লিখিত আবেদনে অন্যান্য বিবরণের সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিবেন, যথাঃ- (ক) অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের নিমিত্ত সম্পত্তির অবস্থান, পরিমাণ ও আনুমানিক মূল্যসহ পূর্ণ বিবরণ;

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম-পরিচয়সহ আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধ সংঘটনে তাহার সংশ্লিষ্টতা ও তাহার মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তি অর্জিত হওয়ার বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত সম্পত্তি তাহার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসজ্ঞতিপূর্ণ হওয়ার দাবির সপক্ষে যুক্তি ও প্রাথমিক প্রমাণাদি;

(গ) অপরাধলব্ধ বা জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসজ্ঞতিপূর্ণ সম্পত্তির পরিবর্তে অন্য সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকের জন্য আবেদন করা হইলে পূর্বোক্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক করা সম্ভব না হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ;

(ঘ) প্রার্থীর আবেদন মোতাবেক আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা না হইলে অভিযোগ, বিধিমালার অধীন গৃহীত কোন কার্যক্রম বা, ক্ষেত্রমত, মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্বেই সম্পত্তিটি অন্যত্র হস্তান্তর বা বেহাত হইবার আশংকা রহিয়াছে মর্মে একটি বিবৃতি ।"

উপরোক্ত বিধানসমূহ হতে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তির, এমনকি কমিশনেরও রাষ্ট্রের নাগরিকের সম্পত্তি, যা অবৈধ উপায়ে অর্জিত বলে অভিযুক্ত, অর্থ্যাৎ "অপরাধলব্ধ সম্পত্তি", অবরুদ্ধকরণের বা ক্রোকের আদেশ প্রদানের বা এরূপ সম্পত্তির উপর কোনোরূপ বিধি নিষেধ আরোপের কোনো ক্ষমতা নেই ।

বিধিমালা, ২০০৭-এর ১৮ নং রুলে সন্দেহভাজন ব্যক্তি কর্তৃক অবৈধভাবে অর্জিত সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা ক্রোক করার পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । কেনো সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা ক্রোক করার পূর্বে কমিশনকে প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট হতে হবে যে কথিত সম্পত্তি অবৈধ উপায়ে উপার্জন করা হয়েছে এবং অতঃপর, কমিশনকে তার কোনো একজন কর্মকর্তাকে এরূপ সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকের জন্য সিনিয়র স্পেশাল জজ অথবা ট্রায়াল জজের নিকট আবেদন কারার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে এবং পরবর্তীতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট আদালতের নিকট তর্কিত সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা ক্রোক করার কারণসমূহ উল্লেখ করে একটি আবেদন দাখিল করবেন । পরিশেষে, সংশ্লিষ্ট আদালত যদি প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট হন যে, কথিত সম্পত্তি সন্দেহভাজন ব্যক্তি কর্তৃক অবৈধভাবে অর্জিত হয়েছে, তাহলে আদালত উক্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণের আদেশ বা ক্রোকাদেশ প্রদান করতে পারে ।

বিধিমালা, ২০০৭-এ অনুসন্ধান বা তদন্তকারী কর্মকর্তা বা দুদকের অন্য কোনো কর্মকর্তাকে অপরাধলব্ধ সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা ক্রোক করার অথবা স্বেচ্ছাচারীভাবে উক্ত সম্পত্তি ভোগে বাধা সৃষ্টি করার কোনো ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি ।

বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব শাহীন আহমেদ দুদকের পক্ষে উপস্থিত হয়ে রেসপনডেন্ট নং ৩ কর্তৃক ব্যাংককে দরখাস্তকারীর অ্যাকাউন্ট " No Debit " করার যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, সে'টি যে আইনসঙ্গত তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন ।

প্রাসঙ্গিক আইন এবং বিধিগুলির সাথে বর্তমান মামলার ঘটনা এবং প্রেক্ষাপট বিবেচনা করার পরে আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে রেসপনডেন্ট নং-৩, কোনও কর্তৃত্ব ছাড়াই ব্যাংককে তর্কিত চিঠিটি প্রদান করেছেন, যা বেআইনী, স্বেচ্ছাচারী, এখতিয়ার বহির্ভূত এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ।

সুতরাং, রুলটিতে সারবত্তা রয়েছে ।

তদনুসারে, রুলটি চূড়ান্ত করা হলো ।

রেসপনডেন্ট নং ৩ কর্তৃক তর্কিত মেমো নং ৫, তারিখ ০৬.০১.২০২১ (সংযুক্তি-ডি দ্বারা প্রদর্শিত), যার দ্বারা ব্যাংক ম্যানেজার, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক-কে (এসআইবিএল) পিটিশনারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টসমূহ অবরুদ্ধকরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল, সেটিকে আইনসম্মত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে ইস্যুকৃত এবং কোনোরূপ আইনী প্রভাবহীন মর্মে ঘোষণা করা হলো ।

তবে, এই রায় দুদককে আইন অনুযায়ী তর্কিত সম্পত্তি দুটির বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে না, যদি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয় যে এগুলো "অপরাধলব্ধ সম্পত্তি"

খরচের বিষয়ে কোনো আদেশ নেই ।

বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানঃ

আমি একমত পোষণ করছি ।

দায়বর্জন বিবৃতি (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের বোঝার সুবিধার্থেই আমার ভাষা সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলায় এই রায়টি অনুবাদ করা হয়েছে । বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না । ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতে প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকে অনুসরণ করতে হবে ।